ময়ুরী ও তস্কর

সুমিত তালুকদার

ময়ুরীকে কে বা কারা তুলে নিয়ে গেছে।
পাড়ার ক্লাবে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল?
হ্যাঁ।
কোচিং ক্লাসে?
হ্যাঁ।
থানায় এফ. আই. আর?
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
'তাহলে শালা নির্ঘাৎ ফুসলে....' - সনাতন বিড় বিড়ি করে। ঘুমটা কদিন ধরেই জমছে না। তার উপর মশার কামড়। পাছায় মারলে বুকে বসে। বুকে মারলে সটান গালে। গালে হাত বুলায় সনাতন। সমস্ত মুখ ভর্তি বীভৎস বসন্তের দাগ। ঐ দাগ ময়ুরীকে কেবল ঘৃণা করতেই শিখিয়েছে। একদলা কফের মত। ওপরের জানালার ফাঁক থেকে থু-করে ছুঁড়ে ফেলে নিচে রাস্তায়। সনাতন দেখে একটা কাক পরমানন্দে চঞ্চু দিয়ে চেটে নেয়। ওদের ভাল লাগে। তার ভাল লাগে না। কষ্ট হয়। তবু ময়ূরীদের বাড়ির ছোট্ট বারান্দায় সে সারারাত শোয়। আর জায়গা নেই। ইদানীং রাস্তার একটা কুকুরও কোথেকে কুন্ডুলি পাকিয়ে তার পায়ের নিচে শুয়ে থাকে। ময়ূরী না থাক কুকুরটা আছে। মাদী না মদ্দা? অতসব লক্ষ্য করেনি সে। একা নয় এটুকুই তার জ্ঞাত।
সনাতনের ঘুম আসে না। একটা বিড়ি ধরায়। আকাশের দিকে তাকায়। কদিন আগে ঐ আকাশজুড়ে ঘটে গেছে আতসবাজির খেলা। বিজ্ঞানানুসারে ধূমকেতুর পুচ্ছনাশ। জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে সর্বনাশ। জ্যোতিষ সত্যদর্শী মাটিতে আঁক কষে বলেছিল- কলিরদশা। ধবংস আসন্ন। পাপে ভরে গেছে পৃথিবী। সবাই আঁতকে উঠেছিল। আঁতকে উঠেছিল সনাতনও। পৃথিবী ধবংস হয়ে গেলে ময়ূরী বাঁচবে না। বর্ষার আনন্দ সংবাদে পেখম মেলে নাচবে না আর। নাচবে না আর তার স্বপ্ন-কল্পনায়-স্মৃতিতে, তার মনের গভীরে- দেহেরআদরে। বাঁচবে না আর সনাতনও। কি হবে উপায়?
জ্যোতিষ সত্যদর্শী মুচকি হেসে বলেছিল উপায় আছে।
- কি উপায়?
- শান্তিমাদুলি।
- কত দাম?
- একশত টাকা
- কাজ না হলে?
- মূল্য ফেরত। সনাতন পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল। গড়ের মাঠ। দুরাত্তির না ঘুমিয়ে দাণ মনোযোগ সহকারে জুয়া খেলে। পকেট ভর্তি হয়। শান্তিমাদুলি হাতে বাঁধে। পর পর দু'দিন আকাশ জুড়ে ধূমকেতুর ম্যাজিক চলে। কেউ কেউ ঠকানোর জন্য রকেট বাজিও ছাড়ে। সব মিলিয়ে বেশ চলে দু'দিন। ধবংস অনিবার্যতা লাভ করে না। বেঁচে যায় ঠিক পৃথিবী। বেঁচে য

ায় ময়ূরী। বেঁচে যায় সনাতনও। ভেবেছিল, জ্যোতিষ সত্যদর্শীর মুখে ছুঁড়ে মারে শান্তি মাদুলি আর পোদে তিনটে লাথি। কিন্তু অলরেডি পাখি হাওয়া।

সনাতন আকাশের দিকে তাকায়। ময়ূরীকে কে বা কারা তুলে নিয়ে গেছে। আগের দিন রাতে কান পেতে শুনেছিল মা ও মেয়ের তুমুল বচসা।

- আমার কথা শোন ময়ূরী। তোর ভাল-র জন্যই বলছি।
- জ্ঞান দিয়ো না। আমি আর দুধের শিশুটি নই।
- দুধের শিশু নস বলেই যত ভয়।
- ও কথা দিয়েছে আমায় বিয়ে করবে।
- ও তোর শরীরটাকে চায়।
- এই দেখ আংটি। সোনার।
- জল এতদূর গড়িয়েছে।
- গঙ্গাজল। এরপরই ঠাস করে চড় মারার শব্দ। কান্নাকাটি। সনাতন শান্তি মাদুলিতে হাত বুলায়। কুকুরটা পাশ ফেরে।
- আমায় তুমি মারলে?
- খুন করে ফেলব।
- তুমি একটা ডাইনি।
- তুই একটা রাক্ষসী। আগে জানলে বাথমে ইচছা করে পড়ে- খসিয়ে ফেলতাম।
- করলে বাঁচতাম।
- পারিনি। তুই মা হলে বুঝতিস।
- মা?
- কি বলতে চাইছিস তুই?
- শুলেই কেউ মা হয় না।
- মুখ সামলে কথা বল ময়ূরী।
- যা বলছি ঠিকই বলছি।
- না ঠিক বলছিস না। তোর পোশাক-আশাক, কলেজের খরচ। কোচিং ক্লাস। নাচ-গান। পার্লরে।
- আর তোমার? মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ, ডাই করে সাদা চুল কালো করা। ব্যাগে গোপন চিঠি।
- শাট আপ ময়ূরী। আই সে শাট আপ।
- ইউ শাট আপ।
- আজ থেকে তোর বাইরে যাওয়া বন্ধ।
- তা কখনই পারো না। আফটার অল আই এ্যাম অ্যাডাল্ট।
- এখনও তুই আমার কাছে বাচছা।
- তা অবশ্য ঠিক। রাস্তায় বেলে কে মা কে মেয়ে।
- তুই আমায় অপমান করছিস।
- মান অপমানের লজ্জা আছে তোমার?
- দুধ দিয়ে এতদিন তবে কালসাপ পুষেছি?

ময়ুরী আর কথা বাড়ায় না। ব্লাউজের হুক খুলে বডিসটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে আলনায়। অপলক দৃষ্টিতে তার মা তাকিয়ে থাকে। বুকের ভিতর সামান্য যন্ত্রণাও অনুভব করে। ময়ুরী তোয়ালে নিয়ে সটান বাথমে ঢুকে দরাম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার মা চিৎকার করে বলে- শুনে রাখ রজতকে তোর বিয়ে করতেই হবে। ওর কনটেসাতে যেদিন লিফ্ট্ দিয়েছিল সেদিনই বুঝেছি ছেলেটা... । ময়ুরী শাওয়ার খুলে দেয়। জলের স্রোত নামে অবাধে। দু'জনের ঝগড়া শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সনাতন। কুকুরটা এর মধ্যে একবার নাক দিয়ে শুঁকে গেছে। ভেবেছিল বোধ হয় আর নেই।

যতই হোক সে তার নিদ্রাসঙ্গী। এক বারান্দায় রাত কাটায়। মানুষের না থাক প্রভুভক্ত ইতর প্রাণীর কর্তব্য সচেতনতা অপরিসীম। সনাতন জলের শব্দে ভেবেছিল বোধকরি বৃষ্টি পড়ছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে কান খাড়া করতেই ব্যাপারটা বে াধগম্য হয়। বাথমে জল ঢালার শব্দ। এত রাতে? কেউ কি স্নান করছে তবে? ময়ূরী নাকি অতসী?

সনাতন অধৈর্য হয়। বাংলা মালের নেশা কাটছে আস্তে আস্তে। বিছানার নীচ থেকে হাত ঢুকিয়ে ঘড়িটা বের করে। এটা ত ারই দেওয়া। হাত টানা মাল। দমদম আর বেলঘরিয়ার মাঝে চলতি ট্রেনের ছাদে শুয়ে। রাত একটা বাজে। বাথমে জল পড়ার শব্দ তখনও। মুখখিস্তি করে জলহস্তি কখন থেকে ঠায়....। অতসী গুনগুন করে ওঠে চানঘরে গানের সুর-কুছ কুছ হোতা হ্যায়। সনাতন আর সামলাতে পারে না নিজেকে- খুলবে নাকি লাথি মেরে...

- আঃ কি হচ্ছে? বাববা সারাদিন যা ধকল। ওপর নীচ ধুয়ে মুছে সাফ না হলে বাকি রাত তোমার সঙ্গে কাটাব কি করে ড ারলিং? আমি অত নোংরা নই। যাকে ভালবাসি তাকে সত্যি ভালবাসি।

- আর ন্যাকামি কোরো না। ভালবাসা না ছাই। মাল পাও তাই সোহাগ কর। এরপর মনে হচ্ছে আমাকেও লাইন দিয়ে তোমার ঘরে ঢুকতে হবে।

- আঃ কি বলছ ডালি? এতদিন আসছ এখনও বিশ্বাস হোলো না?

- মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করাও ভয়ঙ্কর।

- মাইরি বলছি। এই তোমার গা ছুঁয়ে....। অতসী আচমকা দরজা খুলে সনাতনকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় আছড়ে ফেলে।

- আঃ ছাড়ো, দমবন্ধ হয়ে আসছে।

- না ছাড়বো না।

- আমার সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ। অতসী দু'হাতে মুখ ধরে এলোপাথাড়ি চুমু খায়।

- এ তোমার অভিনয়।

- না সনাতন না।

- আমায় কেউ ভালবাসে না। তুমিও না। হঠাৎ সনাতন সরল শিশুর মত কান্নায় ভেঙে পড়ে। অতসী তার মাথাটা বুকে জ াপটে ধরে বলে- আজ তোমার কি হয়েছে ? এরকম করছ কেন?

- কিছু না।

- আমি চোর।

- তাতে কি? আমাদের লাইনে চোর-পুলিশ-গুন্ডা-মস্তান কানাখোঁড়া সব চলে।

- তোমার মন চুরি করতে পারিনি।

- কেবল মন নয় দেহমন দুটোই।

- মিথ্যা বলছ। অতসী হাতটা সটান তার পান্টের ভিতরে চালিয়ে দেয়। সনাতন আড়ষ্ট হয়ে বিড় বিড় করে- অত ভ ালবেসো না আমায়।

- চল কোথাও পালিয়ে যাই।

- পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে।

- চোরের শাস্তি সামান্য।

- মোটা টাকা পেলে খুনও করতে পারি।

- আমি বেঁচে থাকতে কখনই করতে দেব না।

- আমার জীবনের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে চাই না। সনাতন ঠেলা মেরে সরিয়ে দেয় অতসীকে। অতসী মরিয়া। সনাতন ত াকায় না। একটা বিড়ি ধরায়। দেশলাই-র মৃদু হলুদ আলোয় সনাতন আড়চোখে দেখে অতসীর কাজল চোখে চিকচিক করছে মুক্তোর দানার মত দু'ফোঁটা জল। সনাতন আর দাঁড়ায় না। দরজা খুলে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। নর্দমার সামনে দাঁ ড়িয়ে ঝর ঝর করে অনেকক্ষণ প্রস্রাব করে। অতসী তার মুখের সামনে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। সনাতন স্পষ্ট শুনতে পায় তার অশ্রাব্য মুখখিস্তি। বুক পকেটে হাতড়িয়ে দেখে ছবিটা নেই।

ময়ূরীকে কে বা কারা তুলে নিয়ে গেছে। সনাতন ভাবে, ময়ুরী তার সম্পত্তি নয়। ঘৃণা করে তাকে। দায় করে তাদের বার

ান্দায় শুতে দিয়েছে। এর চেয়ে বেশি আশা করা উচিত নয়। সনাতন আশাও করে না। দোতলা থেকে রাস্তার দিকে তাক ায় ময়ূরী। মোড়ের মাথায় জটলা করে যুবকের দল। তারা যেন সিনেমার উঠতি নায়ক সব সলমন, শাহক অথবা আমির। কেউ হাত নাড়ে। চোখওমারে হয়ত। ময়ূরী পাত্তা দেয় না। সনাতন মনে মনে আশ্বস্ত হয়। বসন্ত রোগের ক্ষতবিক্ষত মুখটা যতটা সম্ভব চাদরে আড়াল করার চেষ্টা করে। ভাবে, ময়ূরী কখন তাকে আদেশ করবে - লুচচা ছেলেগুলোকে আচছা করে চমকে দে ত সনাতন যাতে বাপের জন্মে কোনদিন আমাকে টিজ্ না করে। আদেশ পাওয়ামাত্র সনাতন ছুটে যাবে। অমিত াভমার্কা ঘুষি কিল চড়ে একেবারে শুইয়ে দেবে নিমেষে মাটিতে। অপেক্ষা করে সনাতন। দিন-মাস-বছর ঘুরে যায়। ময়ূরী থু-করে একদলা কফ ছুঁড়ে ফেলে রাস্তায়। কোত্থেকে একটা কাক ঠিক খবরপেয়ে উড়ে এসে চঞ্চু দিয়ে চেটে নেয় সব। এসবের সাক্ষী একমাত্র সনাতন। কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল যেদিন ময়ূরী হেসেছিল - তাও দুঃখজনক স্মৃতি। তবু সনাতন মনে করে আনন্দ পায়। কলা খেতে ভালবাসে ময়ূরী। কলা ওর নাকি খুব প্রিয়। আস্ত কলা একবারে মুখে পুরে নিতে পারে। ক্ষমতা আছে সত্যি। বারান্দা থেকে খোসা ছুঁড়ে মারে রাস্তায়। উপরের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায় সনাতন। নিম্নাঙ্গে প্রচন্ড ব্যথা পায়। খিলখিল করে হেসে ওঠে ময়ূরী- কানা কোথাকার। প্রায় সপ্তাহখানেক শয্যাগত। সনাতন তসু সব ব্যথাবিষ হাসিমুখে সহ্য করে। অথচ সাহস করে মুখ ফুটে কোনদিন বলতে পারেনি তার মনের কথা। সব কথা কি বলা যায়? সবাই কি সব কথা বলতে পারে? যদি ঠাস করে চড় মেরে দেয়। চাড়াল হয়ে হাতের মুঠোয় চাঁদ ধরার স্বপ্ন? সনাতন ভেবেছিল, জোর করে ছিনিয়ে নেবে একদিন। জোর যার ময়ূরী তার। কিন্তু ভালবাসার নিয়মে জোর খাটে না। দুটি মনের সুন্দর সম্পর্কের মিলন চাই। কেবল শরীর সেখানে গৌণ। জোরের সঙ্গে সেখানে মনের বিদ্ধাচরণ ঘটবে প্রচলিত ধারনায় গোটা ব্যাপারটা দাঁড়াবে ধর্ষণে। সনাতন তা চাইবে না কোনদিনই। তাই অপেক্ষা। স্বপ্ন-স্মৃতি-কল্পনায় এক হতভাগ্যের নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। ময়ূরী যেন মনে মনে আর কাউকে ভালবাসে - সনাতন তা হাড়ে হাড়ে জানে। ময়ূরী কি জানে? জানলে হো হো করে হেসে উঠত খুব। এবার সনাতন নিজে ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ হেসে ওঠে। আপনমনে বিড়বিড় করে যাক গে। শালা আমার তাতে কি? ময়ূরীর মা আছে, পুলিশ আছে! আমার কি ছেঁড়া গেল তাতে? একটা মশা গুনগুন করে ওঠে তার কানের সামনে। মনে হয় ব্যাপারটাতে তারও সম্মতি আছে। সন াতন পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখে কুকুরটা নেই। গেল কোথায়? যাকগে। রাস্তার কুকুর। মদ্দা হলে নির্ঘাৎ মাদারী খোঁ াজে। সনাতনপকেটে হাতড়ায়। গড়ের মাঠ। গত সাতদিন ময়ূরীর চিন্তায় অনেক জল গড়িয়েছে। ধান্দায় যায়নি। অতসী অনেকদিন ধরেই আবদার করছে - একটা সোনার চেন। যদিও ময়ূরীর ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। তাতে কি? সোনার চেন পেলে মেয়েছেলে ভুলতে কতক্ষণ। সামনে কারোর বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। জামাটা খুলে কোমরে গামছার মত কষে বাঁধে। ভাবে, আজ একটু অন্য দিকে যাবে। এ পাড়ায় কার কোন্ বা ড়িতে কি কি আছে মোটামুটি জানা। সর্ষের তেল আগুন। চুরি করা মোবিল ছোট্ট একটা শিশি থেকে ঢেলে নিয়ে ভ ালকরে হাতে, সারা গায়ে মাখে। দুর্গন্ধে বমি পায়। পকেটে লোহার অরটা দেখে ঠিক আছে কিনা। তালা খুলতে হলে ওট াই যথেষ্ট। এছাড়া তার চৌর্যবৃত্তির প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে রয়েছে আত্মরক্ষার জন্য বেঁটে মত লোহার রডএকটা। সনাতন একটা ইঁটের টুকরো নিয়ে প্রথমেই রাস্তার মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। ঝনঝন করে কাচের গুড়ো খসে পড়ে। নর্দমার পাইপ বেয়ে তরতর করে একজনের বাড়ির দোতলায় উঠে যায়। আজকাল বারান্দায় কাপড়-জামা শুকোতে কেউ দেয় না। চোরের উপদ্রব বলে। সনাতন অবশ্য কাপড় জামা জুতো ব্লাউজের ছিচকে চুরিতে নেই। ওর লক্ষ্য বড় দাঁও। ঘড়ি আংটি ইস্ত্রি রেডিও টেপরেকর্ডার, সুযোগ হলে আলমারি- লোহার সিন্দুক। জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একদম উদোম। কে কার উপর অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারে না। নাক ডাকার বীভৎস শব্দ। হাতটা যতটা সম্ভব গলিয়ে দেয়। একটা বাঁশের লগা মত হলে ভ াল হোতো। দরজার ছিটকিনি নাগাল পায় না। নেমে আসে নিচে। পরপর আরও দুটো বাড়িতে চেষ্টা করে। দিনটা বে াধহয় শূন্য হাতেই ফিরতে হবে।

হঠাৎ সনাতন শুনতে পায়- দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ। সনাতন একটা ঝোপের আড়ালে চলে যায়। ছায়ামূর্তিটি সাম ান্য থমকে দাঁড়ায়। মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক ভালকরে একবার দেখে নেয়। আকাশের তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ ঢেকে যায় কালো মেঘের চাদরে। কালো আলকাতরার মত অন্ধকার হঠাৎ চতুর্দিক আচছন্ন করে। মশা কামড়ায় সনাতনকে। সহ্য করা ছাড়া

উপায় নেই। অ্যানিমিক শরীরেআর কত রক্তপান করবে? সনাতনের লক্ষ্য ছায়ামূর্তিটি। লোহার রডটা তৈরি রাখে। মনে হয় লোকটা পেচ্ছাব করার জন্য বাইরে বেড়িয়েছে। এই ফাঁকে কাজ সারতে হবে। জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। বেশ ভালই মনে হচ্ছে। সনাতন আর সময় নষ্ট করে না। ঝোপের আড়াল থেকে গুটিসুটি মেরে লোকটির একেবারে পিছনে এসে দাঁড়ায়। লোহার রডটা সজোরে মাথায় বসায়। সামান্য'আঃ' শব্দ করে লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এক ঘা-তেই মনে হয় কাজ খতম। দ্বিতীয় বার আঘাত করার দরকার নেই। নাকের সামনে হাতের তালু ঠেকায়। গরমশ্বাস পড়ছে না। টেসে গেল নাকি? সামান্য চুরি থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ খুন? কিন্তু উপায়ও নেই। আঘাত না করলে, জখম না করলে কেউ তাকে কানাকড়িও দেবে না। মারটা বেশি জোর হয়ে গেছে। এখন ভেবে লাভ নেই। আঙুলেআংটি। খুলে নেয়। গপেটে হাত ঢোকায়। মানিব্যাগ। খুলে দেখে একশো টাকার বান্ডিল। সনাতন ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায়, মাসখানেকের ধান্দা একদিনে। বেশ মালদার আদমি। মানিব্যাগের সঙ্গে জড়ানো কিছু হাতে ঠেকে। সূ নাইলনের পাকানো দড়ি। আশ্চর্য হয় পকেটে দড়ি! কার যে কতরকম খেয়াল খুশি। সনাতন আর সময় নষ্ট করে না। ইদানিং পাড়ায়, পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মত শান্তিকমিটি গজিয়েছে। ধরা পড়লে নির্ঘাৎ গনপিটুনি। ঘরের ভিতরে একরাশ অন্ধকার গ্রাস করে তাকে। সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় লোকটা একাই থাকে। ঘরের আড়াআড়ি টাঙানো কিছু মুখে এসে লাগে। হাতের স্পর্শে বুঝতে পারে ব্রেসিয়ার সায়া-শাড়ি পরপর ঝোলানো। সাবধানে পা ফেলে, কোন মেয়েছেলে নির্ঘাৎ বিছানায় শুয়ে। কিন্তু নিশ্বাসের সামান্যতম শব্দও কর্ণগোচর হয় না। তবে কি? দেশলাই জ্বালবে? আলমারিটা কোথায়? হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ জলঢাকা কাঁচের গ্লাস ভেঙে চুরমার। ভয় পায় সনাতন। ধরা পড়ে গেল নির্ঘাৎ। তবু শব্দে জাগেই না কেউ। দেশলাই জ্বালতেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য, আঁতকে ওঠে সনাতন। নগ্ন ময়ূরী। নিথর শুয়ে আছে বিছানায়। মাথাটা একপাশে হেলে। ঠোঁটের কোনে কয়েক ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে। গলায় ঝুলছে সোনার চেন। সনাতন দুহাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে। মাথা ঘুরে যায়। বিড়বিড় করে- ময়ূরী। আমার ময়ূরী। টলতে টলতে বাইরে আসে। পড়ে থাকা লোকটা হঠাৎ সামান্য নড়ে ওঠে। জ্ঞান ফিরছে মনে হয়। লোহার রডটা সর্বশক্তি দিয়ে সনাতন মাথায় মারে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com